তোর চক্ষু কাণা হইয়া যাক। তদবধি দামোদর 'কাণা দামোদর' বলিয়া এই অঞ্চলে খ্যাত এবং এই স্থান হইতে বর্ত্তমানে দামোদর নদও প্রায় ছয় মাইল দূরে চাঁপাডাঙ্গার নিকট সরিয়া গিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন দামোদর এই স্থান দিয়া যে প্রবাহিত হইত, তাহা অনেকেই বিশ্বাস করেন না; কিন্তু সহদেব চক্রবর্ত্তী, তাঁহার 'ধর্ম্মমঙ্গলে' লিখিয়া গিয়াছেন।

"বন্দীপুরে বন্দিব ঠাকুর শ্যামরায়।
দামোদর যাহার দক্ষিণে বয়্যা যায়॥"

বস্তুতঃ দামোদর বর্ত্তমান খাতে প্রবাহিত হইবার পূর্ব্বে যে খাতে প্রবাহিত হইত তাহা পাড়াম্ব, সাহাবাজার, দ্বীপা, জগৎবল্লভপুর প্রভৃতি গ্রাম দিয়া হরিপালের উত্তর দিয়া পূর্ব্বমুখে বন্দীপুরের পাশ দিয়া চলিয়া গিয়াছিল এবং সেইজন্যই হরিপালে এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে আজও প্রচুর পরিমাণে বালি পাওয়া যায়।

কৃষ্ণানন্দ পুরীর তিরোভাবের পর, হরিপালের সন্নিকট জ্যোত-সিন্দুর গ্রামের বিষ্ণুদেব সিদ্ধান্ত নামক এক ভক্ত স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া দ্বীপগ্রামে আসিয়া মহাপ্রভুর গৌরগোপাল বালগোপাল মূর্ত্তির সেবাভার গ্রহণ করেন। অতঃপর দ্বারহাট্টার জমিদারগণের সাহায্যে বনজঙ্গল কাটাইয়া তিনিই প্রথম এই গ্রামে স্থায়ী ভাবে বসতি করেন এবং পরবর্ত্তীকালে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র হরিদেব ঠাকুরকে দ্বীপায় আনাইয়া প্রভুর সেবায় নিয়োজিত করেন। ইহাদের বহু শিষ্য ও ভক্ত আছেন এবং ইহাদের বংশধরগণ অদ্যাপি এই স্থানে বসবাস করিয়া মহাপ্রভুর সেবা কার্য্য বিশেষ অনুরাগের সহিত নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত এই স্থানে নিত্যানন্দ, রাধাবিনোদ ও রাধারাণীর তিনটি বিগ্রহ আ... প্রতিবৎসর রথযাত্রার সময় বার্ষিক মহোৎসবের সময় এই গ্রামে বহু জ...াগম হইয়া থাকে।

'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে' ভক্তিকল্প বৃক্ষের যে বর্ণনা আছে, তন্মধ্যে

কৃষ্ণানন্দ পুরীর নাম দৃষ্ট হয়। ইনি ভক্তিকল্প বৃক্ষের নবমূলের একটি মূল ছিলেন বলিয়া গ্রন্থে লিখিত আছে। নিম্নে উক্ত গ্রন্থ হইতে কয়েক পঙক্তি উদ্ধৃত হইল :

"শ্রীচৈতন্য মালাকার পৃথিবীতে আনি।
ভক্তি কল্প বৃক্ষ রুইল সিঞ্চি ইচ্ছা পানি॥
জয় জয় মাধবপুরী কৃষ্ণ প্রেম পুর।
ভক্তি কল্প তরুর তিহোঁ প্রথম অঙ্কুর॥
শ্রী ঈশ্বরপুরী রূপে অঙ্কুর পুষ্ট হইল।
আপনে চৈতন্য মালী স্কন্ধ উপজিল॥ ৪॥
পরমানন্দ পুরী আর কেশব ভারতী।
ব্রহ্মানন্দ পুরী আর ব্রহ্মানন্দ ভারতী॥
বিষ্ণুপুরী কেশবপুরী পুরী কৃষ্ণানন্দ।
নৃসিংহানন্দ-তীর্থ আর পুরী সুখানন্দ॥ ৫॥
এই নব মূল নিকসিল বৃক্ষমূলে।
তার অষ্ট মূলে বৃক্ষ করিল নিশ্চলে॥
মধ্য মূল পরমানন্দ পুরী মহাধীর।
অষ্ট দিকে অষ্ট জড় বৃক্ষ কৈল স্থির॥
স্কন্ধের উপরে বহু শাখা নিকশিল।
উপরি উপরি শাখা অসংখ্য হইল॥ ৬॥" *

বন্দীপুর হুগলীর একটি প্রসিদ্ধ পল্লীগ্রাম। ইহার নামে পরগণা প্রচলিত; এখানে উচ্চ ডাকঘর, উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় এবং বহু লোক ও জাতির বাস। বন্দিপুরের ঘটক (বন্দোপাধ্যায়) জমিদারগণ একসময় বিখ্যাত ছিলেন। বন্দিপুরের

বন্দিপুর

* শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত—আদিলীলা, নবম পরিচ্ছেদ।

বাইতি জাতি মাদুর শিল্পে একসময় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এখন তাহারা প্রায় নির্ম্মূল হইয়াছে। বন্দীপুরের ঘোষেরাও বিখ্যাত। তাহাদের মধ্যে বার মাসে তের পার্ব্বন এখনও প্রচলিত আছে।

বন্দীপুর হরিপাল রাজার আদি নিবাস ছিল বলিয়া কথিত হয়। পার্শ্বেই উক্ত রাজার চিত্রশালার জন্য প্রসিদ্ধ চিত্রশালি গ্রাম অবস্থিত।

বন্দীপুরের গৌরব ছিলেন স্বর্গীয় নীলকমল মিত্র; রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার "এলাহাবাদ বা প্রয়াগ" নামক ইংরাজী গ্রন্থে নীলকমল সম্বন্ধে বহু কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বন্দীপুর অপেক্ষা এলাহাবাদে তাঁহার প্রচুর কীর্ত্তি রহিয়াছে। "দেবগণের মর্ত্তে আগমন" গ্রন্থে তাঁহার ভূয়সী সুখ্যাতি এবং নীলকমল পার্কের কথা উল্লিখিত আছে। তাঁহার জীবিত কালে যে কোন বাঙ্গালী ভারতের যে কোন স্থানে হইতে এলাহাবাদে যাইতেন, তাহারাই মিত্র মহাশয়ের আতিথেয়তা লাভ করিয়া ধন্য হইতেন। তিনি মিলিটারীতে রসদ সংগ্রহ করিয়া দিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। তথায় তাঁহার নির্ম্মিত **Bandstand in Alfred Park**এর ছবি রামানন্দবাবুর গ্রন্থে মুদ্রিত আছে। তারকেশ্বর রেল পথটী জনাই-এর ভিতর দিয়া যাইবে এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল। নীলকমল মিত্র তাহা শুনিয়া তাড়াতাড়ি তদানীন্তন বাংলার ছোটলাট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বন্দীপুরের পার্শ্ব দিয়া উক্ত রেলপথ লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। বহু অর্থব্যয়ে মাতার গ্রামে আসিয়া তিনি দানসাগর শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহার খ্যাতি আজও শোনা যায়। দেশে তাহার বিরাট অট্টালিকা এখনও বিদ্যমান। তাহাতে স্কুলের ছাত্রাবাস, পোষ্টাফিস, লাইব্রেরী প্রভৃতি রহিয়াছে। গ্রামের পার্শ্ব দিয়া কানানদী প্রবাহিতা। ইহার উপর দিয়া তিনি একটি লোহার পুল নির্ম্মাণ করিয়া দেন। তাহা নীলকমল মিত্রের নামে আজও তাঁহার হিতৈষণার সাক্ষ্য দিতেছে। তাহার পুত্র চারুচন্দ্র মিত্রও কীর্ত্তিমান ব্যক্তি

নীলকমল মিত্র

ছিলেন। ইহার কন্যা সরোজিনী দেবীর সহিত সিভিলিয়ান কিরণচন্দ্র দের বিবাহ হয়। চারুচন্দ্র মিত্রের পুত্র ফণী মিত্র ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে বন্দীপুর হাই স্কুল নির্ম্মাণকালে জমি ও ইষ্টক দান করিয়া স্কুল নির্ম্মাণ কার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা করেন।

বন্দীপুরে ধর্ম্মঠাকুর শ্যাম রায় প্রসিদ্ধ। বুদ্ধদেবই বঙ্গদেশে ধর্ম্মঠাকুর নামে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের দ্বারা পূজিত হইতেছেন। সমগ্র বঙ্গদেশে অগণিত ধর্ম্মঠাকুরের মধ্যে বন্দীপুরের শ্যাম রায় এবং বাঁকুড়ার যাত্রাসিদ্ধি রায়ই প্রসিদ্ধ। শ্যাম রায়ের পূজারিরা জেলে জাতীয়, উপাধি পণ্ডিত। ইহারা শ্যামরায়ের নামে জলপড়া ও নানা রোগের ঔষধ দেন। এই স্থানে নদীগর্ভে বুদ্ধদেবের কয়েকটি মূর্ত্তিও পাওয়া যায়।

ডন সোসাইটির স্থাপয়িতা স্বদেশীযুগের অগ্নিমন্ত্রের সাধক Dawn Magazineএর সম্পাদক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক চন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় এই গ্রামেরই অধিবাসী ছিলেন, এই গ্রামের দেবেন্দ্রনাথ মোদক, কিঙ্করবাটী গ্রামের ধরণীধর কয়াল, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত নালিকুল গ্রামের মন্মথ রায় কর্ম্মকার ব্যবসার দ্বারা প্রসিদ্ধ হইয়াছিল।

পার্শ্ববর্ত্তী গজা গ্রামের ভট্টাচার্য্য জমিদারগণ এককালে প্রসিদ্ধ ছিলেন তাহাদের বিশাল জমিদারী মোহালের মধ্যে বন্দীপুরের নাম প্রজাদের ন্যায় আজও প্রচলিত। চিত্রশালার সিংহ বংশীয় কায়স্থগণও প্রসিদ্ধ। বন্দীপুরের নিকটেই বড়গাছিয়া গ্রাম। এই গ্রামের সিংহ বংশীয় কায়স্থগণ এক সময়ে জমিদার ছিলেন। তাঁহাদের অতিথিশালায় নিত্য বহুদূর হইতে অতিথি সমাগম হইত; নানা দেবকীর্ত্তি আজও এই স্থানে বিদ্যমান।

করালীচরণ বিদ্যালঙ্কার বন্দীপুরের স্বনামধন্য দশকর্ম্মান্বিত পণ্ডিত ছিলেন। পরিণত বয়সে তাঁহার দেহত্যাগ হয়। রাসেশ্বর বিদ্যারত্ন